সুবজ ঘাস সংরক্ষণ (সাইলেজ) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: ঝুরি/ব্যাগ সাইলেজ

সাধারণভাবে সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রেখে একটি নির্দিষ্ট অম্লতায় বা ক্ষারত্বে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলে।

তৈরী পদ্ধতি: যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে। সাইলেজ চিটাগুড় বা চিটাগুড় ছাড়াও করা যেতে পারে। চিটাগুড় ব্যবহার করলে সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪% ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমাণে পানি মেশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হয়। ঝর্ণা বা হাতে ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মেশাতে হবে। প্রতি ৩০০ কেজি কাটা ঘাসের জন্য ৯ হতে ১২ কেজি চিটাগুড়; ৯ হতে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝর্ণা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সুবজ ঘাসের সাথে শুকনো খড়ও ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে ৩০০ কেজি সুবজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে।

ব্যাগে ভর্তি: চিটাগুড় মিশ্রিত ঘাস ৫০ থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগে ভরতে হবে। কিছু ঘাস ভরার পর পা দিয়ে পাড়িয়ে ভালভাবে আঁটসাঁট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত আঁটসাঁট সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে। ব্যাগ পুরিপূর্ণ করার পর মুখ ভালভাবে বেঁধে রাখতে হবে। এ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। চিত্রে সাইলেজ তৈরীর বিভিন্ন ধাপ।

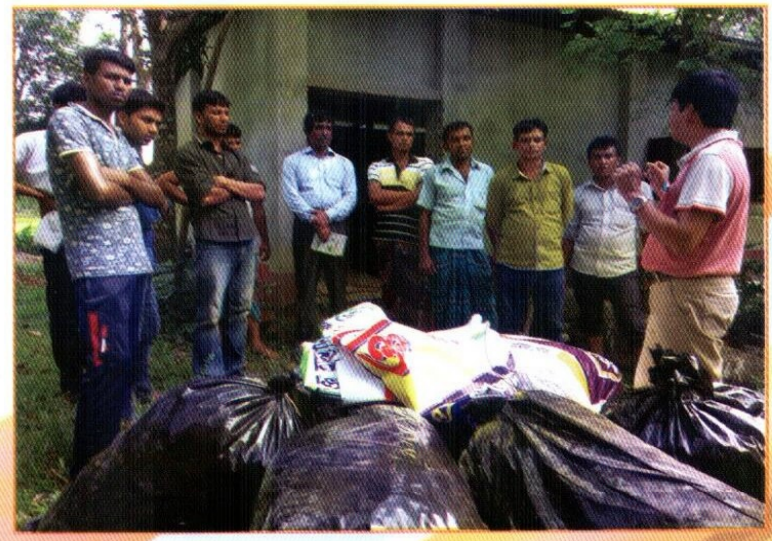

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বর্ষা মৌসুমে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আউশ ও বোরো ফসল কাটা হয়। কিন্তু এই সময়ে উৎপাদিত ৮০ লক্ষ টন খড় বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার কারণে সাধারণত পচে যায়। এর ফলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ খড় নষ্ট হচ্ছে; অন্যদিকে প্রাণিসম্পদের মোট চাহিদার শতকরা ৪৪% খড়ের অপূরণীয় থাকে। তাই বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI), সাভার, ঢাকা-এর বিজ্ঞানীগণ উক্ত ভিজা ও তাজা অবস্থায় খড় সংরক্ষণের উপায় বের করেন।

ইউরিয়া দিয়ে খড় সংক্ষরণ পদ্ধতি:

বর্ষাকালের তাজা ভিজা খড়ে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। যদি ধান পানি থেকে কেটে আনা হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে নেওয়া উচিত। প্রতি ১০ কেজি খড়কে পানি জমে না এ রকম উঁচু জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর খড়ের পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে ১.৫ থেকে ২ কেজি ইউরিয়া সার ছিটাতে হবে। এরপর স্তরে স্তরে খড় ও ইউরিয়া ছিটায়ে খড়ের গাদা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে পানি না ঢুকে। খড়ের গাদার আকার খাড়া না হয়ে লম্বাটে হবে। তারপর পলিথিন দিতে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে এমনভাবে ঢাকতে হবে, যাতে খড়ের গাদার মধ্যে দেয়া ইউরিয়া হতে উৎপাদিত এমোনিয়া গ্যাস বের হতে না পারে। ফলে ভিজা খড় সংরক্ষিত হয়। সাধারণত প্রতিটন ভিজা খড়ের জন্য ১৩-১৫ ফুট পলিথিন লাগে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ফল পেয়েছেন যে, খড়ের গাদায় পানি না ঢুকলে উপরোক্ত নিয়মে সংরক্ষিত খড়ের সামান্য কিছু অংশ (৪%) ব্যতীত বাকী খড় এক বছরেও নষ্ট হয় না।

সংরক্ষিত খড়ের পুষ্টিমান:

১। উপরোক্ত পদ্ধতিতে খড় সংরক্ষণের পাশাপাশি খড়ের খাদ্যমানও বৃদ্ধি পায়।

২। সংরক্ষিত খড়ের প্রোটিন বিপাকীয় শক্তি, রুমেন পাচ্যতা এবং খাদ্যগ্রহণ শুকনো খড়ের চেয়ে বেশি।

৩। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শুধু শুকনো খড় বাড়ন্ত গরুকে খাওয়ালে দৈনিক প্রায় ৩৮০ গ্রাম ওজন কমে যায় অথচ শুধু সংরক্ষিত ভিজা খড় খাওয়ালে দৈনিক প্রায় ২৮০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায় অথাৎ সংরক্ষিত খড়ের পুষ্টিমান শুকনো খড়ের চেয়ে প্রায় ১.৪ গুণ বেশী।

৪। সংরক্ষিত খড়কে শুকনো খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে (৫০:৫০) ভাল ফল পাওয়া যায়।

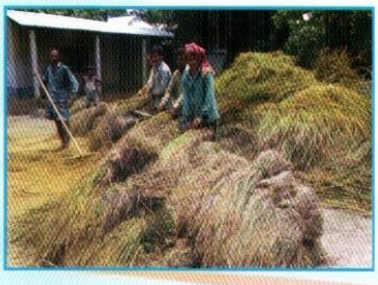

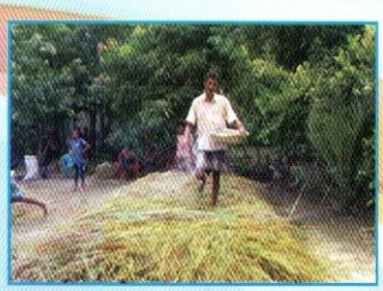
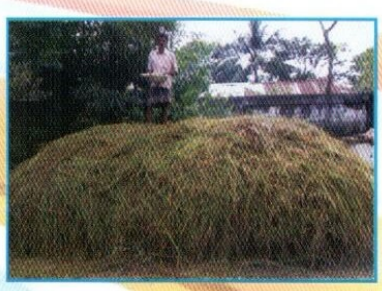

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, ফোন : +৮৮-০২-৫৫০১২৪০৬

ই-মেইল: flidmofl@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.flid.gov.bd

নিউজ পোর্টাল : https://motshoprani.org/, ফেইসবুক: https://www.facebook.com/flid20

অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ: মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভাণ্ডার

ইউটিউব: https://www.youtube.com/@flidbangladesh69